পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়

বন বিভাগ,

বাংলাদেশ

সংরক্ষিত সুন্দরবনের জন্য কৌশলগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বন বিভাগের সহায়তায় তৈরী

মার্চ ১৭, ২০১০

সূচিপত্র

মুখবন্ধ..... ৩

সুন্দরবনের জন্য কৌশলগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কেন..... ৪

সুন্দরবন সংরক্ষিত বনঞ্চল (এস.আর.এফ) ও সুন্দরবন প্রভাবিত এলাকার (এস.আই.জেড) সংক্ষিপ্ত বিবরণী..... ৫

সম্পদ সম্ভাবনা ও প্রধাণ হুমকিসমূহ..... ৭

ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপনা রূপকল্প ও শর্ত..... ৯

সম্ভাবনাময় এবং প্রত্যাশিত চাহিদাসমূহ..... ১১

প্রয়োজনীয় কৌশলগত ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন..... ১২

সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের উদ্দেশ্য..... ১৩

লক্ষ্য/উদ্দেশ্য ১- সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জীব-বৈচিত্রের পুনরুদ্ধার, ধরে রাখা এবং সমৃদ্ধ করা..... ১৩

লক্ষ্য/উদ্দেশ্য ২- ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সম্পদের টেকসই সরবরাহ নিশ্চিত করে বিভিন্ন ধরনের প্রান্তিক ব্যবহার, মূল্যবোধ, সুবিধাদি, পণ্যসমূহ এবং সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা..... ১৪

লক্ষ্য/উদ্দেশ্য ৩- ভ্রমণ শিল্প এবং বিনোদন এর সুযোগ সুবিধাদির সুযোগ করে দেয়া এবং বৃদ্ধি করা..... ১৫

লক্ষ্য/উদ্দেশ্য ৪- এস.আর.এফ-এ সম্পাদিত কর্মপ্রণালীর জন্য অংশগ্রহণভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনার প্রতি সমর্থন ও এর উন্নয়নে সাহায্য করা..... ১৫

ব্যবস্থাপনা নীতিসমূহ..... ১৬

সুন্দরবন এস.এম.পি পরিগ্রহণ ও বাস্তবায়ন..... ১৭

মুখবন্ধ

সুন্দরবন সংরক্ষিত অঞ্চল(এস.আর.এফ)- এর কৌশলগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এস.এম.পি) হচ্ছে অসংখ্য সভা ও আলোচনার ফলাফল। বাংলাদেশ বনবিভাগের কর্মকর্তাগণ (এফ.ডি), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বনবিভাগ (ইউ.এস.এফ.এস) এবং সমন্বিত সংরক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা (আই.পি.এ.সি) প্রকল্পের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এসকল সভা ও আলোচনা সংঘটিত হয়। আরও বিস্তারিত উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার (আই আর এম পি) কৌশলগত অবকাঠামো অত্যন্ত জরুরী। আলোচনাসমূহের মধ্য দিয়ে এই কৌশলগত অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত হয়। ইউ.এস.এফ-এর ও বন পরিকল্পকের সহায়তায় গত পাঁচ মাসে একটি পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এস.এম.পি- এর উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। এই পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত ছিল – (১)সহজপ্রাপ্য তথ্য, সুন্দরবনের ব্যবস্থাপনায় বিঘ্নসৃষ্টিকারী বিষয়াদির পুনরালোচনা; (২)এস.আর.এফ ও সহ-ব্যবস্থাপনাধীন অন্যান্য বনাঞ্চলে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন; (৩)সুন্দরবন সংরক্ষিত অঞ্চলের এবং ঢাকার সুবিধাভোগীদের সাথে সভা; (৪)বাংলাদেশ বনবিভাগের কর্মরত ব্যক্তিবর্গের সাথে সভা এবং (৫)খুলনায় আলোচনাসভা এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়ের সাথে আলোচনা।

খুলনায় যে পরামর্শমূলক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয় তা ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং বহু মানুষ এস.আর.এফ বিষয়ে তাদের আগ্রহ ও অনুভূতির কথা প্রকাশ করেন। এই আলোচনাসভার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন সুবিধাভোগী ছাড়াও ছিলেন – বিভাগীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ, বনবিভাগের জি.ও.বি, মৎস্য ও পরিবেশ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, সাংবাদিক, বিভিন্ন এন.জি.ও, সুন্দরবনে কার্যরত প্রকল্প, আইনপ্রণয়নকারী সংস্থার ব্যক্তিবর্গ, উপকূলীয় রক্ষীবাহিনী এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিগণ।

এছাড়াও, আলোচনাসভায় ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্টের আওতাভুক্ত বাংলাদেশ/সুন্দরবন বাঘ প্রকল্প এবং বাংলাদেশ বহুমখী জলজ প্রকল্প, উভয়ের পক্ষ থেকেই একটি খসড়া এস.এম.পিতে লিখিত মন্তব্য পেশ করা হয়। সকল মন্তব্য এই দলিলে উল্লেখিত না হলেও, একটি সার্বিক কৌশলগত ভবিষৎ নির্দেশনা প্রদানে তাদের সহায়তা অনস্বীকার্য।

পরিশেষে এই কথা বলতেই হয় যে, বনবিভাগ কর্মকর্তাগণের সার্বিক তত্বাবধান ছাড়া এই দলিল বাস্তবে রূপ নিত না। গত পাঁচ মাসে তাঁদের সদিচ্ছা, উপস্থিতি ও অংশগ্রহণই এস.এম.পি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মূল সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মিস্টার ইশতিয়াক আহমাদ অজস্র সময় ব্যয় করে যে সমর্থণ ও উপদেশ যুগিয়েছেন তা এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন

করতে হয় আইপ্যাক প্রকল্পের প্রধাণ বব উইন্টারবটমকে, যাঁর দিকনির্দেশনা ও সদুপদেশ ব্যতীত এস.এম.পি সাফল্যমণ্ডিত হত না।

সুন্দরবনের জন্য কৌশলগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কেন?

সংরক্ষিত সুন্দরবনের জন্য বর্তমানে যে সমন্বিত ব্যাবস্থাপনা পরিকল্পনা (আই.আর.এম.পি, ১৯৯৮) রয়েছে তা ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রযোজ্য হওয়া সত্ত্বেও এর পরিবর্তণ প্রয়োজন। এছাড়া, ১৯৯৩ সালে তৈরী করা 'বন মহাপরিকল্পনা' ১৯৯৩ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রযোজ্য। কিন্তু সুন্দরবন ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে বনবিভাগ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে এবং তা চিহ্নিত করার জন্য যে দিকনির্দেশনার প্রয়োজন, তার জন্য যথোচিত পরিসর এই 'বন মহাপরিকল্পনা' প্রদান করতে পারেনি। অধিকন্তু, জলবায়ু পরিবর্তণ, বিনোদন ও ভ্রমণ, সহ-ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, কার্বন ফাইন্যান্সিং/কার্বন নিঃসরণ রোধে অর্থায়ন – এই বিষয়গুলিকে বনবিভাগের প্রচলিত ব্যবস্থাপনার সাথে একীভূত করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই।

বিগত ১৮ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে খুলনায় সুন্দরবন সংরক্ষণ ও সহ-ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি পরামর্শমূলক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনাসভার অন্যতম সিদ্ধান্ত ছিল – 'সুন্দরবন সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ পরিকল্পনা'। বন মন্ত্রনালয় কর্তৃক সুন্দরবনের অনন্য জীব ও পরিবেশের সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও, সুন্দরবনের পরিবেশগত এবং জীবিকা নিরাপত্তা প্রকল্পের জন্য একটি দলিল প্রণীত হয়; যে দলিলে মৌলকৌশলগত ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলিকে নতুন আঙ্গিকে চিন্তা করার কথা উল্লেখিত হয়েছিল।

কৌশলগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল সংরক্ষিত সুন্দরবনের আই.আর.এম.পি উন্নয়নে বনবিভাগ যে সকল সার্বিক দিকনির্দেশনা অনুসরণ করতে চায় সে সর্ম্পকে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করা। এই কৌশলগত পরিকল্পনায় যেসকল কাঙ্খিত শর্ত ও উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখিত হয়েছে, তাদের সংযুক্তকারী ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা পরিবর্তিত আই.আর.এম.পি-তে তুলে ধরা হবে। নানাবিধ উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা (শস্য ও ভেষজ উদ্ভিদসংক্রান্ত, মৎস্য, বিনোদন এবং ভ্রমণশীল্প ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি), যেকোন ধরণের ভূমি ব্যবহার উপযোগীতা নির্ধারণ, এবং ব্যবস্থাপনা এলাকার পুনঃশ্রেণীভুক্তকরণ- এই বিষয়গুলি কৌশলগত বন পরিকল্পনায় বর্ণিত কাঙ্খিত শর্ত ও উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্যতার উপর ভিত্তি করে প্রণীত হবে।

সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল(এস.আর.এফ) ও সুন্দরবন প্রভাবিত এলাকার(এস.আই.জেড) সংক্ষিপ্ত বিবরণী

সুন্দরবন পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকা সবচেয়ে বড় সংলগ্ন উষ্ণ-মণ্ডলীয় বনাঞ্চল। জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ, জটিল কিন্তু প্রাণবন্ত এই বনাঞ্চলের বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান মানবকূল কয়েক প্রজন্ম ধরে নিজেদের নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করে আসছে। এই বনাঞ্চলের প্রায় ৬০ শতাংশ বাংলাদেশে অবস্থিত এবং বাকি ৪০ শতাংশ ভারতে। বাংলাদেশের অংশটিকে ১৮৭০ সালে 'সংরক্ষিত সুন্দরবন' নামে ঘোষণা দেয়া হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়ের অধীনে বনবিভাগ এই সংরক্ষিত সুন্দরবনের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশ বনবিভাগের আওতাধীন সর্বমোট ভূ-সম্পত্তির ৫২ শতাংশই সুন্দরবন দখল করে আছে। এছাড়াও, দেশের বনবিভাগ কর্তৃক যে রাজস্ব আয় হয় তার মাঝে ৪১ শতাংশ আয়ই সুন্দরবনের অবদান। কেবলমাত্র কাঠ ও জ্বালানীসম্পদই নয়, সুন্দরবন– খাদ্য, মৎস্য, ভেষজ উদ্ভিদ, বিভিন্ন সামুদ্রিক জলজ প্রাণী, গোলপাতা, মধু, মোম ও ঝিনুক, এমনকি বিনোদন ও ভ্রমণের চাহিদা মেটানোর একটি প্রধাণ উৎস। এই বনাঞ্চল পৃথিবী থেকে বিলুপ্তপ্রায় কিছু প্রজাতির প্রাণীর জন্য স্বাভাবিক বিচরণ ও প্রজননের আবাসভূমি হিসেবে পরিগণিত হয়; যার মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাণী হল – রয়েল বেঙ্গল টাইগার। সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল, বাংলাদেশ স্বাক্ষরিত রামসার এবং ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সমিতি কর্তৃক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। তিনটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত, যা কিনা প্রায় ১৪০,০০০ হেক্টর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। ১৯৯৭ সালে, ইউনেস্কো (UNESCO) এই তিনটি অভয়রাণ্যকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' ঘোষণা করে। তথাকথিত সুন্দরবন প্রভাবিত এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী বহুকাল যাবত সুন্দরবনের নানাবিধ প্রাকৃতিক সম্পদ ও পণ্য ব্যবহার করে আসছে। এর ফলে সুন্দরবনের প্রকৃতির উপর যে বহুমুখী চাপ সৃষ্টি হয় তার দিকে এস.এম.পি ও আই.আর.এম.পি-কে দৃষ্টি দিতে হবে। এছাড়াও অন্যান্য প্রভাবক, যেমন– পানি প্রবাহ, পানির গুনগত মান ইত্যাদি, সুন্দরবনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তা সুনির্দিষ্ট মন্ত্রনালয় ও বিভাগ দ্বারা শনাক্ত করতে হবে। সংরক্ষিত সুন্দরবনের সম্পদের উপর যেসকল জনগোষ্ঠী নির্ভরশীল, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সুন্দরবন প্রভাবিত অঞ্চল থেকেই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। সুন্দরবন প্রভাবিত অঞ্চলগুলি সুন্দরবনের সীমানার বাইরে একটি বলয়ের মত ২০ কি.মি. এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। ৫টি জেলা এবং ১৭টি উপজেলা এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে এই জেলা ও উপজেলাগুলির নাম উল্লেখ করা হল –

জেলা	উপজেলা
বাগেরহাট	রামপাল, মঙলা, মোরেলগঞ্জ, শরনখোলা
খুলনা	দাকোপ, কয়রা, পাইকগাছা, বাটিয়াঘাটা
সাতক্ষীরা	শ্যামনগর, আশাসুনি, কালীগঞ্জ
পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া, ভাণ্ডারিয়া
বরগুনা	পাথরঘাটা, বামনা, বরগুনা সদর
সর্বমোট, ৫টি জেলা	১৭টি উপজেলা

সংরক্ষিত সুন্দরবনের ২০ কি.মি. সীমানার মাঝে আরও কিছু উপজেলার জনসংখ্যা যদি বিবেচিত হয়, তবে সুন্দরবন প্রভাবিত অঞ্চলের (এস আই জেড) জনসংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ অতিক্রম করবে। (পৃষ্ঠা ৭, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কন্সেপ্ট নোট)

সুন্দরবন উপকূলীয় অঞ্চলসমূহকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে রক্ষা করে। এ অঞ্চলের উভয় পার্শ্বে রয়েছে চাষযোগ্য জমি, যা কিনা প্রবাহিত নদী, খাল ও ছোট নদী দ্বারা বিভাজিত হয়েছে। নদীবাহিত পরিষ্কার পানি, ঢেউ ও জোয়ারভাটার সাথে পরিবর্তণশীল পানির গভীরতা এবং এর জীবরসায়ন উপাদান- এ বিষয়গুলির উপর নির্ভর করেই এখানে জীব ও পরিবেশের মাঝে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কার্বন মার্কেটে জিওবি যে কার্বন বাজারজাত করে থাকে তার প্রধাণ কার্বন সম্পদের উৎস হিসেবে একমাত্র সুন্দরবনই প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। এখান থেকে আহরিত কাঠ অতীতের এক অন্যতম সম্পদ, কিন্তু বর্তমানে এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। কাঠ ব্যতীত বনের অন্যান্য পণ্য, যেমন- মধু, মোম, ভেষজ উদ্ভিদ, গোলপাতা, আখ ও ঘাস সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে আহরণ করা হয়। এ এলাকার ১২০০০ কি.মি অংশ জুড়ে প্রবাহিত নদী বিপুল পরিমাণ মাছ, চিংড়ি ও কাঁকড়ার যোগান দেয়। এছাড়াও বঙ্গোপসাগরের গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক মৎস্য শিল্পের বিশাল ভাণ্ডার সুন্দরবন থেকেই উৎসারিত হয়।

সুন্দরবনের অনন্য জীব ও পরিবেশের মাঝে সম্পর্কের গুরুত্ব এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য এবং এর থেকে প্রাপ্ত সেবাসমূহের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সংরক্ষিত সুন্দরবনে প্রায় ৪২৫ প্রজাতির বণ্যপ্রাণী রয়েছে। তার মাঝে প্রায় ৩০০ প্রজাতির পাখি এবং ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ীর এক নির্ঝঞ্ঝাট আবাসস্থল এই সুন্দরবন। এই বনাঞ্চল জীব ও পরিবেশের মাঝে সুন্দর ও স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ

সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন- (১) পলি ধারণ ও ভূমি গঠন; (২) মানবজীবন ও আবাসস্থলকে ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষা; (৩) মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর লালনক্ষেত্র হিসেবে কাজ করা; (৪) অক্সিজেন উৎপাদন; (৫) আবর্জনা পুনর্ব্যবহারপযোগী করা; (৬) কাঠ উৎপাদন; (৭) খাদ্য ও গৃহনির্মাণ সামগ্রীর যোগান এবং (৮) কার্বন-চক্র পরিচালনা (Biswas et al. 2007; Islam and Peterson 2008)। জীব ও পরিবেশের এইসব স্বাভাবিক কার্যকলাপ জলবায়ু পরিবর্তণ ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতাবৃদ্ধির প্রভাবে দারুণভাবে ব্যহত হচ্ছে। সুন্দরবনের জীব ও পরিবেশের মাঝে সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে স্বীকৃত হয়েছে। সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সঠিক সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ বাংলাদেশের জন্য একটি নৈতিক দায়িত্ব। বাংলাদেশ স্বাক্ষরিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কনভেনশনে এ নৈতিক দায়িত্বকে বাধ্যবাধকতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

সম্পদ সম্ভাবনা ও প্রধাণ হুমকিসমূহ

সুন্দরবনের সম্পদ সংরক্ষণের সাথে জড়িত বিভিন্ন আশংকার কথা ব্যক্ত করে প্রকাশ করা প্রতিবেদনের সংখ্যা কম নয়। তারপরও, বেশিরভাগ প্রতিবেদনেই আবাসভূমি, সম্পদ ও জনসংখ্যার বর্তমান প্রবণতা সংক্রান্ত তথ্য ও স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়নি। ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে, সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে ৪টি বড় ও ৫৫টি ছোট এলাকায় বিভক্ত করা হয়েছে এবং এই বিভক্তিকৃত অঞ্চলগুলি ৯০টি চৌকি দ্বারা প্রহরাধীন অবস্থায় আছে। সুন্দরবন- 'সংরক্ষিত বনাঞ্চল' হিসেবে শ্রেণীভুক্ত হওয়ার পর এখান থেকে কিছু কিছু সম্পদ আহরণ অনুমতিপ্রাপ্ত হলেও বসতিস্থাপন, জমিচাষ ও গবাদি পশুচারণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বন্যপ্রাণীর আবাসভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে এই বনাঞ্চলের তিনটি এলাকাকে অভয়ারণ্য হিসেবে অভিষিক্ত করা হয়েছে। সুন্দরবনের পশ্চিমের ৭১৫ বর্গ কি.মি, দক্ষিণের ৩৭০ বর্গ কি.মি এবং পূর্বের ৩১২ বর্গ কি.মি এলাকা এই অভয়ারণ্যের মাঝে পড়েছে। অভয়ারণ্যভুক্ত এই অঞ্চল থেকে শস্য/ফসলাদি এবং বণ্যপ্রাণী আহরণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ইউনেস্কো (UNESCO) অভয়ারণ্যের এই তিনটি এলাকাকে একসাথে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' (চিত্র.৩) ঘোষণা দিয়েছে।

বর্তমান ব্যবস্থাপনার অধীনে কাঠ আহরণকে আইনসম্মতভাবে মুলতবি ঘোষণা করা হয়েছে। মাছ ধরা, বিনোদন ও কাঠ ব্যতীত বনের অন্যান্য সম্পদ এবং পণ্য আহরণের মত বিষয়গুলিও নানাবিধ অনুমতি, ফি এবং নিরাপত্তাধীন পর্যবেক্ষণ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অভয়ারণ্য থেকে শিকারের উপর

নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, এবং একই সাথে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর মূল প্রজননক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত নদীসমূহের ব্যবহারও সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। বনের কাঠ ও অন্যান্য পণ্য নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে আই.আর.এম.পি-তে নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এই পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বিষয়ক কোন পরিসংখ্যানপত্র প্রদান করতে পারেনি। এমনকি, সম্পদের শর্তাধীন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে বর্তমানে কোন কাঠামোগত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হচ্ছে না। সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক চাহিদা, অ-টেকসই ব্যবস্থাপনা (যেমন- চিংড়ির পোনা সংগ্রহ, মাছ ধরায় বিষ ব্যবহার), অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ক পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব, জলবায়ুর পরিবর্তণের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি- এসকল অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো সুন্দরবনের জীব ও পরিবেশের মাঝে স্বাভাবিক ভারসাম্যতার প্রতি হুমকিস্বরূপ। এমনকি, উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলির কারণে এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাও দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

গত ১৫ বছর ধরে, সুন্দরবন প্রভাবিত এলাকায় (এস.আই.জেড) ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নানারকম পরিবর্তণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এসকল পরিবর্তণের মূল কারণ হচ্ছে ধান ও শস্যভিত্তিক চাষ ব্যবস্থার হ্রাস ও তার পরিবর্তে চিংড়ি শিল্পের প্রসার। এই পরিবর্তণের সূত্র ধরেই সমাজ ও পরিবেশের উপর অনেক ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ক্ষতিকর প্রভাবগুলির মধ্যে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ আহরণ ও ব্যবহার অন্যতম(ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ড্রাফট কন্সেপ্ট নোট অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপটেশন, বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন এন্ড সোসিও-ইকোনোমিক সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ফর দা সুন্দরবন অফ বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১০, পৃঃ ১১)। অবশ্য বর্তমানে অনেক জেলার মানুষই চিংড়ি শিল্পের অর্থনৈতিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত ক্ষতিকর প্রভাব উপলব্ধি করতে পারছে এবং এই শিল্পের প্রসার রোধে চেষ্টা চালাচ্ছে।

বঙ্গোপসাগরসহ অন্যান্য স্থানে যেসকল প্রধাণ মৎস্যশিল্প রয়েছে তার লালন ও প্রজননক্ষেত্র হিসেবে সুন্দরবন অর্থনৈতিক এবং জীব ও পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গত কয়েক বছর ধরেই সুন্দরবন ও তার আশপাশের এলাকার মৎস্যচাষ এবং শিল্পের নিম্নগামী প্রাপ্যতা ও উৎপাদন নিয়ে জেলেরা উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে। ব্যাপকমাত্রায় Crustacean Larvae অবৈধ আহরণের মত ব্যাপারও বেশ প্রচ্ছন্ন। মৎস্যভাণ্ডারের উপর অপর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্বেও অল্পসংখ্যক ছোট মাছ ধরতে জেলেরা প্রচুর সময় ও শ্রম দিচ্ছে। বর্তমানে সম্পদের অবস্থা ও এর ক্রমবর্ধমান ব্যবহারকারীদের কারণে সৃষ্ট সমস্যাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বিনোদন ও ভ্রমণের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই চাহিদার হার একইরকম থাকবে বলে অনুমান করা হয়। এসকল ভ্রমণমূলক কার্যাদির সুষ্ঠু

ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করা দরকার। ভ্রমণ ও বিনোদনের সাথে জড়িত যে আয়ের খাতগুলো রয়েছে তা সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভজনক হওয়ার বিভিন্ন সুযোগ তৈরী করে দিচ্ছে। এছাড়াও, দর্শণার্থীদের সুন্দরবনের তাৎপর্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে।

বাংলাদেশ বাঘ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সুন্দরবন উষ্ণমণ্ডলীয় বনাঞ্চল প্রায় ৩০০ থেকে ৫০০ বাঘ ধারণ করতে পারে। পৃথিবীতে এটি বাঘের অন্যতম বৃহৎ আবাসস্থল হিসেবে পরিগণিত হয়। বাঘসংখ্যা বিশ্বব্যাপী যেসব বিষয় দ্বারা প্রভাবিত, বাংলাদেশেও সেগুলো বিরাজমান, যেমন- সরাসরি মৃত্যু, শিকারের হ্রাস এবং বিচরণ স্থলের নিম্নমান। সুন্দরবনের জন্য এসব বিষয়সমূহ ততটা হুমকিস্বরূপ না হলেও এসবের বিস্তার নগন্য নয়। বাঘজাত পণ্যের জন্য অবৈধ বাঘশিকার বাঘের জন্য একটি সরাসরি হুমকি। অধিকন্তু, বাংলাদেশে বাঘ-মানুষ দ্বন্দ্ব অতিমাত্রায় হওয়ার কারণে বাঘ কর্তৃক প্রচুর মানুষ ও গবাদিপশু প্রাণ হারায়। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয়রা পরবর্তীতে প্রতিশোধমূলকভাবে বাঘ হত্যা করে থাকে।

ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপনা রূপকল্প ও শর্ত

সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জন্য ১৯৯৮ সালে প্রণীত আই.আর.এম.পি একটি দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প অন্তর্ভুক্ত করেছিল। পূর্বের অনেক তথ্য-উপাত্ত এখনও যথাযথ অবস্থায় থাকলেও চলমান অবস্থার আরও উন্নত ও জোরালো প্রতিফলন তুলে ধরার জন্য পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল(এস.আর.এফ) ব্যবস্থাপনার জন্য বনবিভাগ প্রস্তাবিত দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্পের স্বরূপ নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

- সুন্দরবন ততটুকু প্রান্তিক সম্পদ সহায়তা প্রদান করবে যতটুকু করলে এর নিজের টিকে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হবে। একই সাথে সুন্দরবনের উপর নির্ভরতা কমাতে হবে এবং বর্তমান ব্যবস্থাপনার ধরন উন্নত করতে হবে।
- সুন্দরবনের উপর ঐতিহ্যগতভাবে নির্ভরশীল জনসাধারণকে সচেতন হতে হবে এবং দায়-দায়িত্বের অংশিদারিত্ব নিতে হবে। একই সাথে তারা সম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা লাভ করবে এবং সম্পদ সংরক্ষণ করবে।

- এস.আর.এফ ব্যবস্থাপনায় বনবিভাগ স্থানীয় জনসাধারনকে সম্পৃক্ত করবে।
- সুন্দরবন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বনবিভাগ(এফ.ডি) অবকাঠামো, অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য-সমর্থন, কারিগরি সামর্থ প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষমতা বাড়াবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা চাইবে।
- বর্তমানে সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে আহরিত বিকল্প আয় সংস্থান উদ্যোগসমূহের উন্নয়ন ও দক্ষ পরিচালনা সুন্দরবন প্রভাবিত এলাকায়(এস.আই.জেড) সম্পদ চাহিদা কমাতে সাহায্য করবে।
- পুরো সুন্দরবন অঞ্চল জুড়ে যেখানে জনসংখ্যা সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রায় থাকবে সেখানে বন্যপ্রাণী সম্পদ এর সমৃদ্ধি ঘটাতে হবে।
- মানসম্পন্ন ইকো-ট্যুরিজম উৎসাহিত ও আকর্ষিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট এলাকা, অবকাঠামো এবং সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নির্দিষ্ট পথ উন্নত করতে হবে।
- ক্রমবর্ধমান ট্যুরিজম এর সুবিধা নিতে বনবিভাগ জি.ও.বি প্রণীত নির্দেশনা ও নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকারি/ব্যক্তিমালিকানার সহায়তা গ্রহণ করবে।
- আবহাওয়া পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করতে হবে। জীব ও পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত মালামাল ও সেবাসমূহ নিশ্চিত করার জন্য সংগতিসম্পন্ন অভিযুজ্য(Adaptive) ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ উন্নত ও কার্যকর করতে হবে।
- নদী প্রবাহ পুনরুদ্ধারসহ জীব ও প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থার জরুরী পুনরুদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে সম্ভব তা শনাক্ত করতে হবে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নিকটস্থ উষ্ণমন্ডলীয় বনাঞ্চল- সুন্দরবন, প্রকৃতঅর্থেই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট উপাধি পাওয়ার উপযুক্ত। আশা করা যায়, এই বনাঞ্চল একদিন সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির উদাহরণ হবে। এর জন্য যে আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন তার মাঝে অন্তর্ভূক্ত থাকবে- সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে কার্যকর সংরক্ষণ প্রচেষ্টার জন্য টেকসই অর্থায়ন এবং সুদূর প্রসারী উদ্যোগ, যা কিনা সুন্দরবন প্রভাবিত এলাকায় দারিদ্র্য হ্রাস ও টেকসই আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হবে।

সম্ভাবনাময় এবং প্রত্যাশিত চাহিদাসমূহ

সুন্দরবনের পরিবেশগত ও জীবিকা নিরাপত্তা (এস.ই.এ.এল.এস. ২০০৯-২০১৩) প্রকল্প, সমন্বিত সংরক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা (আই.পি.এ.সি ২০০৮-২০১৩), বিশ্ব ব্যাংকের অফেরতযোগ্য কারিগরি সহায়তা এবং একই সঙ্গে জি.ও.বি, এম.ও.এফ.ই এবং বনবিভাগের পূর্ণ সমর্থন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কিছু প্রভাবক হয় এই বিষয়গুলির অন্তর্ভূক্ত, যেমন- সুন্দরবন প্রভাবিত অঞ্চলে বন, জলজ সম্পদ এবং বসতি ব্যবস্থাপনা, বিকল্প আয় সৃষ্টি, সম্পদ নির্ভরতা, ভ্রমণ, আবহাওয়া পরিবর্তন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি, উজানে পানি সম্পদের ব্যবহার, জমির ব্যবহার, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক প্রবণতা ইত্যাদি। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আলোচনা চলছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্দরবনের জীব ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকার ব্যবস্থাপনা-সহযোগিতায় পারস্পপারিক সম্পর্ক জোরালো করা। সুন্দরবন প্রভাবিত এলাকায় বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থার আরও বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে এবং এসবের লক্ষ্য থাকবে অবকাঠামো উন্নয়ন ও সুন্দরবন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত কাঠামোগত হুমকি মোকাবিলা করা। ইদানিংকালে, কাঠচোর ও বেআইনিভাবে পশু শিকারিদের হাতে আধুনিক উপকরণ সহজলভ্য হচ্ছে। বনের সঠিক সংরক্ষণের জন্য এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে কার্যকর সংরক্ষণ কৌশল ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির (Equipment) ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

বন পাহারার ক্ষেত্রে যেসকল বিচ্যুতি রয়েছে তা বন্ধ করতে হবে। এর জন্য বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করতে হলে জনগোষ্ঠীর সমর্থন প্রয়োজন। এ সমর্থন ফলপ্রসু বন পাহারার ক্ষেত্রে বর্তমানের সাংঘর্ষিক অবস্থানের চেয়ে অনেক বেশি সফল হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও, সংরক্ষণ কৌশলে কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় বনবিভাগে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করে যারা প্রকৃতপক্ষে নীতি প্রণয়ন করে বা সক্রিয়ভাবে পাহারাদারির দায়িত্ব পালন করে, তাদের কর্মপদ্ধতির কার্যকর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সহ-ব্যবস্থাপনা সমিতিগুলোকে অবশ্যই ক্ষমতায়িত করতে হবে যেন তারা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সুবিধাদির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। এই সিদ্ধান্তসমূহে জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা ও সুবিধাগুলোর একটি ভাগ দেয়া হলে তাদের মাঝে সম্পৃক্তি এবং আগ্রহের সৃষ্টি হবে।

জি.ও.বি এবং বনবিভাগ (এফ.ডি) সুন্দরবনের ধারাবাহিক সফল ব্যবস্থাপনাকে পুঁজি করে অগ্রসর হতে প্রস্তুত। বৈশ্বিক কার্বন মার্কেট টেকসই অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় সুন্দরবন ব্যবস্থাপনার জন্য সহযোগিতা প্রদান করতে সক্ষম। কৌশলগত পরিকল্পনা এবং সেই সাথে সংশোধিত সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। কারণ, এরা একইসাথে কার্বন মার্কেট অর্থায়ন প্রস্তাবসমূহের ভিত্তি হতে পারে। এছাড়া, বৈশ্বিক আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও

অভিযোজন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে কৌশলগত পরিকল্পনা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সুন্দরবনের বিনোদন ও ভ্রমন এর ধারাবাহিক ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা বনবিভাগের জন্য বিশ্বমানের ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনের সুযোগ এনে দিয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় জনগোষ্ঠীকে সমন্বিতকরণ ও এর সাথে আন্তর্জাতিক কার্বন অর্থায়ন, ভ্রমন রাজস্ব এবং প্রজাতি ও আবাস্থল সংরক্ষণ বিষয়ে অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

এছাড়া, সংশোধিত আই.আর.এমপি-এর অন্তর্ভুক্ত কৌশলগত পরিকল্পনা কর্তৃক একটি সংরক্ষণমূলক কর্মদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এই কর্মদ্যোগের প্রত্যাশিত ফলাফল হচ্ছে- বাংলাদেশে বাঘ-সংক্রান্ত হুমকি ও বিপদাপন্ন অন্যান্য প্রজাতির প্রাণী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আরও বেশি নিয়মতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা। এস.এম.পি এবং আই.আর.এম.পি রূপকল্পের (Vision) লক্ষ্য হচ্ছে সুন্দরবনে সংরক্ষিত বাঘ-বিচরণ এলাকা নিশ্চিত করা। বিচরণ এলাকা এমন হতে হবে যেন বন্যবাঘ সর্বোচ্চ সহন সক্ষমতায় সাবলীলভাবে বিচরণ করতে পারে। এই রূপকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে- সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অতি প্রয়োজনীয় জীব-বৈচিত্র্য এবং সেবাসমূহ টিকিয়ে রাখা।

প্রয়োজনীয় কৌশলগত ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন

প্রত্যাশা করা যায় বনবিভাগ কাঙ্ক্ষিত অবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগত ব্যবস্থাপনাসমূহ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবে:

- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ, প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের প্রান্তিক ব্যবহার এবং পরিকল্পনা কার্যকর করা ও তদারকিতে সমর্থ একটি এজেন্সি থাকতে হবে।
- ব্যবস্থাপনা হতে হবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতামূলক। একইসাথে, মৎস্যবিভাগ, উপকূলীয় রক্ষী, অন্যান্য সংস্থাসমূহ, স্থানীয় সরকার, ব্যক্তিমালিকানাধীন/বেসরকারি খাত, স্থানীয় সম্প্রদায়, ভ্রমণ আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সাথে আরও বেশি সমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতা থাকতে হবে।
- সংরক্ষণের জন্য উদ্ভাবনামূলক কর্মপদ্ধতি ও অংশীদারিত্বের মধ্য দিয়ে টেকসই অর্থায়ন এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

- ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে- ভ্রমণ শিল্প, বিনোদন, জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, কার্বনক্রোক এবং অন্যান্য জীব-পরিবেশ সেবাসমূহের সাথে সম্পৃক্ত নতুন সুবিধাদি ও তাদের প্রয়োজনসমূহ। এসকল বিষয়গুলিকে সঠিকভাবে সমন্বিত করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীগণ কর্তৃক সহ-ব্যবস্থাপনা এবং দ্বায়িত্বশীল তত্বাবধান নিশ্চিত করতে হবে।
- এমন একটি বন নিরাপত্তা কৌশল ব্যবস্থা থাকতে হবে যা বন পরিক্রমণ, পর্যবেক্ষণ, কর্মচারী নিয়োগ, ভাতা ও তাদের বাসস্থানের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম।
- এমন একটি কাঠামোগত কৌশল থাকতে হবে যা কিনা অংশগ্রহণমূলক তত্বাবধান এবং সমতাভিত্তিক সুবিধা বন্টন নিশ্চিত করবে।
- উন্নত যন্ত্রাপাতি ও মানবসম্পদ এর সুবিধার উপর ভিত্তি করে একটি কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করতে হবে। এই কর্মপদ্ধতি দক্ষতার সাথে আরও বেশি কার্যকর সংরক্ষণ এবং অংশগ্রহণ ও সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।
- পরিবর্তনে সহায়ক এমন একটি আর্থিক এবং প্রণোদনামূলক কর্মপদ্ধতি থাকতে হবে যেন তা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ ও টেকসই ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ এর সাথে সংগতিপূর্ণ হয়।
- এমন একটি স্থলভাগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা থাকতে হবে যা সুন্দরবন ও এর প্রভাবিত অঞ্চলের কার্যকারিতা ও প্রভাবকে বিবেচনায় রাখতে সক্ষম।

সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের উদ্দেশ্য

আশা করা যায় উপরে যে পরিবর্তনগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে সেসব নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে।

লক্ষ্য/উদ্দেশ্য-১: সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জীব-বৈচিত্র্যের পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ এবং একে আরও সমৃদ্ধশালী করা।

ফলাফল: অস্বাভাবিক, সুকঠিন ও বিরূপ অবস্থায় বন ও জলজ সম্পদসমূহ তাদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, প্রজনন, বৈচিত্র্য ও সহন সক্ষমতা অর্জন করবে।

স্থলভাগ রক্ষা, প্রাকৃতিক ধ্বংসাত্মকমূলক অসুবিধাসমূহ থেকে আশেপাশের জনগোষ্ঠীকে নিরাপত্তা প্রদান এবং মালামাল ও সেবাসমূহের টেকসই সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল'

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গত শতাব্দি জুড়ে বনবিভাগ দুটি বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একটি হল জমি তত্বাবধায়ক সেবাসমূহ, অন্যটি সুন্দরবনের বহুবিধ ব্যবহারের গণ চাহিদা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মানুষ সিডর ও আইলার মত ধ্বংসাত্মক দুর্যোগ এবং নিকটস্থ জনগোষ্ঠীর উপর এসব প্রলয়ের প্রভাব প্রশমণের ক্ষেত্রে সুন্দরবনের ভূমিকার ব্যাপারে অধিকতর সচেতন হয়েছে। বর্ধিত অঞ্চল জুড়ে সাইক্লোনের তান্ডব এবং লবণাক্ততার ব্যাপ্তি- এই বিষয়গুলি দুর্গত জনগোষ্ঠি, রাজনৈতিক প্রশাসন, এন.জি.ও এবং বন বিভাগের জন্য বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অস্বাভাবিকভাবে বিপন্ন প্রাকৃতিক উপদ্রব্যসমূহ এবং মানুষ সুন্দরবনের জীব ও পরিবেশের উপর প্রায়শই প্রচুর চাপ সৃষ্টি করছে। এমন অবস্থার সাথে জীব ও পরিবেশের সম্পর্কের কাঠামো এবং প্রক্রিয়াগুলো যেন খাপ খাইয়ে নিতে পারে তা বনবিভাগ কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে। আর এর জন্য বনবিভাগকে ব্যাপক সংরক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। যথাযথ পরিকল্পনা, সক্ষমতার উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনগুলো বনবিভাগ কর্তৃক অবশ্যই শনাক্ত করতে হবে। এমন একটি পরিকল্পনা করতে হবে যেন জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিনোদন এবং সহ-ব্যবস্থাপনা এস.আর.এফ এর মধ্যে সমগ্র এফ.ডি জুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

লক্ষ্য/উদ্দেশ্য-২: ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদের টেকসই সরবরাহ নিশ্চিত করে বিভিন্ন ধরনের প্রান্তিক ব্যবহার, মূল্যবোধ, সুবিধাদি, পণ্যসমূহ এবং সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা।

ফলাফল/ফল: টিকে থাকার সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে সহজলভ্য উত্তম বিজ্ঞানের আলোকে এবং সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শক্রমে সম্পদ আহরণের ব্যবস্থা করা হবে।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটাতে সুন্দরবনের উৎপাদনশীলতা ধরে রাখা প্রয়োজন। উৎপাদনশীলতা নিশ্চিতকরণে কৌশলগত লক্ষ্য পরিবেশ ও বনমন্ত্রনালয়কে তাদের করণীয় কাজের প্রতি আলোকপাত করে। সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সুবিধাদি রয়েছে যা বাংলাদেশের মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। এসকল সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা এই পণ্য ও সেবা যেন ভবিষ্যত পর্যন্ত পৌঁছায় এবং স্থলভাগের উৎপাদনশীলতা যেন সংরক্ষণ করা যায়- এই বিষয়গুলি নিশ্চিত করে।

সুন্দরবনের ভিত্তি হিসেবে রচিত বন সংরক্ষণ ১৮৭৫ সালে প্রণীত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল সুন্দরবনের উৎপাদনের ফল নিয়ন্ত্রণ করা। বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৭৩ সালে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠিত করতে সাহয্য করেছিল। এই অভয়ারণ্য থেকে পণ্য ও সম্পদ আহরণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। বন এবং মৎস্য ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন ব্যবহারিক সুবিধাদির ব্যবস্থা করে দেয় এবং একই সাথে তারা বন্যপ্রাণী বৈচিত্র্য, কাঠপণ্যের সরবরাহ, বন্যপ্রাণী

খাদ্য, পানি সরবরাহ এবং অন্যান্য মালামাল ও সেবাসমূহ সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়। প্রথমত, নির্দেশগুলো সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় মুদ্রিত হয় এবং পরবর্তীতে পারমিট প্রশাসন, কমিউনিটি সহ-ব্যবস্থাপনা এবং বন সংরক্ষণ কৌশলের মাধ্যমে এসকল নির্দেশ বাস্তবায়ন করা হয়। বনবিভাগ সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের আওতায় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং পণ্য ও সম্পদের টেকসই ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে। এসকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কারিগরি সহযোগিতারও সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণামূলক কার্যক্রম একটি মজবুত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তৈরী করে দিতে সক্ষম হয়েছে। এই বিষয়গুলি হচ্ছে- বনাঞ্চল ও জলজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং বনোৎপাদিত পণ্য ও সেবা সমূহের বাজারজাতকরণ ও ব্যবহার উন্নতকরণ।

উদ্দেশ্য/লক্ষ্য-৩: ভ্রমণ শিল্প এবং বিনোদনের সুযোগ সুবিধাদির সুযোগ করে দেয়া এবং বৃদ্ধি করা।

ফলাফল: ভ্রমণ শিল্প থেকে আহরিত রাজস্বই বিকল্প আয় এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট।

বনবিভাগ একসাথে দুটি হুমকির সম্মুখীন- সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও এর সাথে যুক্ত সংরক্ষিত এলাকায় ভ্রমণশিল্প ও বিনোদনমূলক অভিজ্ঞতার যথার্থ মান ও পরিমাণ ধরে রাখা এবং একই সাথে এর জীব-পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণ। অন্যদিকে, জাতির জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, ভ্রমণ ও বিনোদনের ব্যাপক চাহিদা মিলিতভাবে আরও উন্নত ও মানসম্মত বিনোদনমূলক ব্যবস্থার সুযোগ তৈরী করে দেয়ার জন্য বনবিভাগের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অগ্রহণযোগ্য ক্ষতিকর প্রভাব ব্যতিরেকে সংরক্ষিত সুন্দরবনের মাধ্যমে বিনোদনমূলক সুযোগ সুবিধা প্রদাণ করতে হলে বৈজ্ঞানিক ও আর্থিক ভিত্তিসম্পন্ন ব্যবস্থাপনার কার্যকর সমাধানসমূহের উপর গুরত্ব প্রদান করা অত্যন্ত জরুরী। বিনোদনমূলক অভিজ্ঞতার সুযোগ তৈরী ও বৃদ্ধি করতে হলে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর অবশ্যই নজর রাখা উচিত, যেমন- ভূমি ব্যবস্থা (বিশেষত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বিচরণভূমি), বিনোদনমূলক সুযোগ সুবিধা, যানবাহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার অবকাঠামো। আশানূরূপ ফলাফল অর্জণের জন্য বিভিন্ন অংশীদার, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও বেসরকারী খাত- এর মাঝে একটি সমন্বয় তৈরী করা অত্যাবশ্যক।

উদ্দেশ্য/লক্ষ্য-৪: সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সম্পাদিত কর্মপ্রণালীর জন্য অংশগ্রহণভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনার প্রতি সমর্থন ও এর উন্নয়নে সাহায্য করা।

ফলাফল: সুন্দরবন প্রভাবিত অঞ্চলসমূহের ও সুবিধাভোগীদের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা কর্মপদ্ধতি ও আর্থিক সুবিধাদি নির্ণয়ের জন্য বনবিভাগ যুক্ত হয়।

সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানমূলক দায়িত্ব সুচারুরূপে পরিচালনার লক্ষ্যে বনবিভাগের বন-নিরাপত্তাধীন বর্তমান কৌশলগুলির অবশ্য পরিবর্তন প্রয়োজন। পরিবর্তিত কৌশল এমন হতে হবে যেন তা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ ও সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে কাজ করে। বনবিভাগের সহায়তার সি.এম.সি ব্যবস্থাপনা পরিচালনাসমূহ এবং বার্ষিক পরিচালনা পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। এছাড়া, সি.এম.সি বনাঞ্চলের সম্পদের সংরক্ষণও নিশ্চিত করে।

ব্যবস্থাপনা নীতিসমূহ

বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনাসমূহের জ্ঞান দ্বারা উপরে উল্লেখিত কৌশলগত পরিকল্পনার রূপরেখা নির্দেশিত হয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করা হলঃ

- *কৌশলগত পরিকল্পনা* সর্বোচ্চ স্তরে তৈরী করা হয় এবং এটি বাংলাদেশ সরকার ও বনবিভাগের কৌশলগত অগ্রাধিকারসমূহ চিহ্নিত করে। এই অগ্রাধিকারসমূহ একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে সংস্থার বার্ষিক বাজেট, বিদেশী সহায়তা এবং এন.জি.ও-এর সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়। এই অগ্রাধিকারসমূহ দ্বারা সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত অবস্থা ও গতিধারা এবং পূর্বেকার ব্যবস্থাপনা নির্দেশনার শিক্ষাসমূহ প্রতিফলিত হয়। বনসংক্রান্ত মহা-পরিকল্পনায় উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহের প্রতি কৌশলগত অগ্রাধিকারসমূহ অত্যন্ত সংবেদনশীল।

- *আই.আর.এম.পি পরিকল্পনা* (যেমন- সুন্দরবনের জন্য একটি যুৎসই এবং সমন্বিত ভূমি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা) বিশেষ সম্পদ এবং এলাকার জন্য সম্পদের উৎস, সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা ও ভূমি ব্যবহার শ্রেণীকরণ (যেমন, বাঘ কর্ম-পরিকল্পনা) হিসেবে কাজ করে। এই তথ্য সম্পদের কাঙ্খিত ভবিষ্যৎ অবস্থা, ১০-১৫ বছর সময়কালের জন্য সম্পদের আহরণ, বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা, বাজেট প্রণয়ন ও প্রক্ষেপনের জন্য অনুমতির ভিত্তি তৈরী করে। সংরক্ষিত সুন্দরবনের জন্য আই.আর.এম.পি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে নানাবিধ সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, অঞ্চলায়িত ভূমি ব্যবহার, নির্দেশনাসমূহ এবং সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনা আচারসমূহের মধ্যে একটি সমন্বয় সৃষ্টি করা। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সুবিধাভোগীদের সঠিক অন্তর্ভুক্তির পর আই.আর.এম.পি-তে যে সংশোধনী (যেমন, Cetacean কর্ম-পরিকল্পনা) আনা হবে তার উপর ভিত্তি করে এই পরিকল্পনাকে একটি যুতসই অথবা বাস্তব দলিল হিসেব গ্রহণ করা উচিত। আই.আর.এম.পি পরিকল্পনাগুলো হচ্ছে- সম্পদ-সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য,

ব্যবস্থাপনার দিকনির্দেশনা, ব্যবস্থাপনার দিকগুলির বর্ণনা ও এর উপযুক্ততা নির্ধারক, এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পন্থা।

- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি বছরের অর্থ-তহবিলের জন্য প্রস্তাবিত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহকে চিহ্নিত করে। এই পর্যায়ের পরিকল্পনার মধ্যে একটি ইউনিটের বাজেটে কৌশলগত দিকনির্দেশনার সর্বাঙ্গিন প্রয়োগ এবং তার মাধ্যমে সম্পদকে কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়ার উপায় উল্লেখিত হয়।

সুন্দরবন এস.এম.পি পরিগ্রহণ ও বাস্তবায়ন

মূল সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শক্রমে বনবিভাগ কর্তৃক প্রণীত খসড়া এস.এম.পি-এর পর্যালোচনা ও পুনঃপরীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। এরপর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয় কর্তৃক এস.এম.পি পরিগ্রহণ চূড়ান্ত করা হয়েছে। মূল সবিধাভোগীদের জন্য এটির বাংলা অনুবাদ সহজলভ্য করা হয়েছে এবং এটিকে www.nishorgo.org ওয়েবসাইটে দেয়া হবে যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের কাছে সহজে পৌঁছে। এছাড়া, এই খসড়া এস.এম.পি-র বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হবে।

কৌশলগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য সুন্দরবনের সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (আই.আর.এম.পি) প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে নির্দেশনা দেয়ার লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। সুন্দরবনে অবস্থিত সম্পদসমূহের অবস্থা, প্রবণতা প্রভৃতির অধিকতর মূল্যায়ন আই.আর.এম.পি-এর পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া উপরে বর্ণিত কাঙ্ক্ষিত শর্ত ও লক্ষ্যসমূহের বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে পারে এমন বিষয়গুলিও এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হবে, যেমন- যথাযথ ব্যাপনস্থল ও সুনির্দিষ্ট সম্পদ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকার বিশদ বর্ণনা। আশা করা যায়, আই.আর.এম.পি মূল্যায়ন এবং এর সাথে যুক্ত ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা, নির্দেশিকা এবং উত্তম অনুশীলনগুলো যেসব বিষয়কে সমন্বিত করতে চেষ্টা করবে সেসব হচ্ছে- আবহাওয়ার পরিবর্তন বিষয়ক বিবেচনাসমূহ, লবণাক্ত অঞ্চলসমূহের পরিবর্তন (যা সংঘটিত হয়েছে আরও বেছি পানি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করায়), বিশুদ্ধ পানির প্রবাহ ঘাটতি, পলিস্তর বৃদ্ধি ইত্যাদি। বর্তমানে পরিলক্ষিত বাস্তবতা যদি অব্যহত থাকে, তবে ভবিষ্যতের জন্য গৃহীত কর্মপন্থা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার নানা দিক এবং পরিবর্তনসমূহ বিবেচনায় আনতে হবে।

প্রত্যাশা করা যায়, সম্পদ বিশেষজ্ঞদের নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ একটি বিশেজ্ঞ দল কর্তৃক পরবর্তী ৯ থেকে ১২ মাসের মধ্যে আই.আর.এম.পি প্রস্তুত করা হবে। আই.আর.এম.পি বিশেষজ্ঞ দল বন বিভাগের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখার মাধ্যমে মৎস্যবিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্টানসমূহ, আগ্রহী এন.জি.ও প্রকল্প এবং অন্যান্য সুবিধাভোগী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ প্রক্রিয়ায় কাজ করবে। এছাড়াও, এই বিশেষজ্ঞদল ১৯৯৮ সালে প্রস্তুতকৃত বর্তমান আই.আর.এম.পি-তে সুন্দরবন সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত ও গবেষণালব্ধ ফলাফল ব্যবহার করতে পারে। আই.আর.এম.পি প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হচ্ছে- চলমান কার্বন-পুল মূল্যায়ন দ্বারা সম্পাদিত অতিরিক্ত তথ্য এবং বন পরিসংখ্যানপত্র, সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে নেয়া প্রধান বাজারজাতকৃত মূল্যচক্রের তথ্য-উপাত্ত, সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদের তথ্য-উপাত্ত, এস.ডাব্লিউ.ও.টি কর্তৃক সম্পাদিত সুন্দরবন এলাকায় ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়নের সুবিধাদি সংক্রান্ত মূল্যায়ন, এস.আর.এফ-এর জন্য অবকাঠামো মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ (ইউ.এস বনবিভাগের সহায়তায়) ও সংরক্ষণ মূল্যায়ন এবং এস.ই.এ.এল.এস প্রজেক্টের সাথে সম্পর্কিত ই.ইয়ু (EU) অর্থায়িত অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত ও জীব-বৈচিত্র্যের উপর সাম্প্রতিক গবেষণা(ডাব্লিউ.সি.এস/বি.সি.ডি.পি গ্রন্থিত) এবং বাঘের উপর গ্রন্থিত ডাব্লিউ.টি.বি/বাঘ কর্ম-পরিকল্পনা দল। আই.আর.এম.পি সুন্দরবন সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিভিন্ন সংস্থা এবং সুবিধাভোগীদের সমন্বিত করার চেষ্টা করবে এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়া হবে।